

### ● গুপ্ত সাম্রাজ্য (আনুমানিক ২৭৫ — ৫৫৪ খ্রিস্টাব্দ)

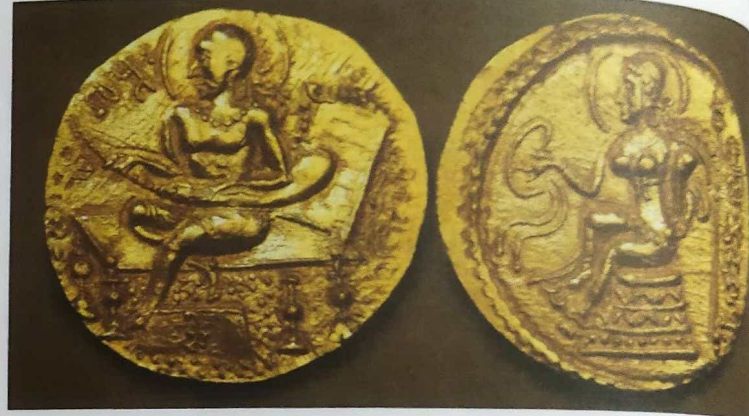
কুশাণদের পতনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ধ্বংস হয়। সারা দেশজুড়ে প্রচুর ছোটো ছোটো রাজ্য গড়ে ওঠে। একটি রাজ্যের সঙ্গে অন্যের বিবাদ। দেশের অবস্থা শোচনীয়।

এই অবস্থায় **শ্রীগুপ্ত** বলে এক রাজা মগধের সিংহাসনে বসেন। **তিনি হলেন গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা।** তিনি **মহারাজা** উপাধি ধারণ করেন। **প্রথম চন্দ্রগুপ্ত** এই বংশের অন্যতম শক্তিশালী রাজা ছিলেন। **তিনি হলেন গুপ্ত রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।** তিনি **মহারাজাধিরাজ** উপাধি গ্রহণ করেন। সমগ্র বিহার, বাংলার কিছু অংশ ও অযোধ্যা নিয়ে তাঁর রাজ্য গঠিত ছিল।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র **সমুদ্রগুপ্ত**। তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। **তাঁর সভাকবির নাম হরিষেন**। হরিষেনের রচিত একটি লিপি— **এলাহাবাদ প্রস্তম্ভ** থেকে তাঁর রাজত্বকালের সব বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি উত্তর ভারত, মধ্য ভারত ও দক্ষিণ ভারত জয় করেন। এছাড়া কামরূপ, নেপাল, পাঞ্জাব, মালব প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা তাঁর আনুগত্য মেনে নেতৃত্ব তাঁকে **'ভারতীয় নেপোলিয়ন'** বলা হয়। তিনি ছিলেন বিরাট যোদ্ধা, দক্ষ শাসক, গায়ক, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কবি। তাঁর উপাধি ছিল **'কবিরাজ'** অর্থাৎ **শ্রেষ্ঠ কবি**। তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত **বসুবন্ধু** তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেন।

সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত** সিংহাসনে বসেন। এসময় মালব, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটে অঞ্চলে বিদেশি **শক** রাজারা রাজত্ব করত। তিনি চারশ বছরের এই বিদেশি শক শাসকদের উৎখাত করে এই অঞ্চলগুলি নিজেদের দখলে আনেন এই কারণে তাঁকে **'শকারি'** উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর আমলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। ধর্মবিশ্বাসে বৈষম্য হলেও সব ধর্মের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর মন্ত্রী **বীরসেন** ছিলেন একজন **শৈব**। তাঁর সেনাপতি ছিলেন **বৌদ্ধ**। তাঁর রাজত্বকালে প্রচুর বৌদ্ধ মঠ তৈরি হয়েছিল। শিল্প-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞানচর্চা— সব দিকেই তাঁর রাজত্বকালে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তিনি **'বিক্রমাদিত্য'** উপাধি ধারণ করেন।



মুদ্রা — বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্ত

20.07.2021



১) প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

- ক) কুশান বংশের প্রতিষ্ঠাতা কোন কোন স্থান দখল করেন? তার পূর্বের রাজা কে ছিলেন?
- খ) সম্রাট কনিষ্ক-এর রাজত্বের অন্তর্গত করতেন এমন দু'জন সামরিক ও শিক্ষা পুরুষ নাম লেখো। এই আমলে কোন-কিছের বিকাশ হয়?
- গ) কুশান সম্রাজ্যের বংশের পরে কোন বংশ <sup>এর</sup> আধিপত্য বিস্তার করে? সেই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?
- ঘ) মহেশ্বর উপাধি কাকে দেওয়া হয়েছিল? কেন?

২) স্থূন্যস্থান পূরণ করো:

- কি মেনোয়ারের প্রাচীন নাম \_\_\_\_\_। খি দ্বিতীয় কনিসিস তাঁর সম্রাজ্যে গাজীয়ার উপত্যকার \_\_\_\_\_ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গি মসার্দুন ছিলেন একজন \_\_\_\_\_।

**ক** সম্রাট কনিষ্কের দেহ স্ফটিকবিশীন (হাবিতে) কেন?

এই প্রশ্নে ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায় নি। তবে কোন্না কোনো ঐতিহাসিকের মতে — সম্রাট কনিষ্কের দেহ স্ফটিক মূর্তি প্রাচীন কালে পাওয়া যায় যেগুলির কোনোটিতেই মাদ্রাস ছিল না। তাই এসম্মতকে কোনো কারণে করা যায় নি। আবার কেউ কেউ বলেন সম্রাট নিজেই বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ মেনে (যেখানে মূর্তি বা স্ফটিকের) কোনো স্ফটিকই নেই) তাঁর শরীরের প্রতিমূর্তিতে স্ফটিক স্থাপনের প্রয়োজন নেই বলে মনে করেছেন। মহাহৌক এখনও এই বিষয়ে বহুতর রয়েছে এবং গবেষণাও চলছে।





কুশাণ সম্রাট কনিষ্ক ও তার প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা